সমকাল

তারিখ [illegible] NOV. 2015
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

ছাত্র সমাজের ঐতিহ্য ফিরে আসুক

কমল উদ্দিন

বাংলাদেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়। তারা দেশকে ভালোবাসে. এর প্রমাণ অনেকবার দিয়েছে। বিশেষ করে দেশের ছাত্র সমাজের অবদান এখানে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ১৯৫২. ১৯৬২. ১৯৬৯ ও ১৯৭১-এর মতো কয়েকটি সংখ্যায়। যা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়. বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের দেশাত্মবোধ. সাহসিকতা. নৈতিকতা. ঐক্যবদ্ধতার এক সমস্বত্ব মিশ্রণ। তারা তাদের স্বীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। নৈতিকতার দিক দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে তারা সব বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে গিয়ে সোনালি সূর্যের আভা দেখিয়েছে। ছাত্র সমাজকে বাদ দিয়ে কোনো জাতির শুভযাত্রা আশা করাটা আদৌ উচিত হবে না। ছাত্র সমাজ এক আশার নাম। ইতিহাসের সব কল্যাণ. সুন্দর আর ঐতিহ্যের রূপকার ছাত্র সমাজ। ছাত্ররা অসাধারণ অনুপম সুন্দরের স্বপ্নদ্রষ্টা।

অতি দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ছাত্র সমাজের কর্মকাণ্ডে তাদের ভাবধারা কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ন হয়েছে। তারা আজ তাদের আসল পরিচয় ভুলে বিভিন্ন অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। অনেকের হাতে এখন শুধু কলম ওঠে না. সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রও উঠতে শুরু করেছে। অনেকে আজ বিভিন্ন নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে। ধূমপান. মদ. গাঁজা ও বিভিন্ন প্রকার যৌন উত্তেজক ট্যাবলেটসহ বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্য আজ কারও নিত্যসঙ্গী। তারা তাদের সোনালি স্বপ্নকে মাদকতার অতল গহ্বরে নির্বাসন দিচ্ছে। ফলে দেশ মেধাবী নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ছে। অভিভাবকরা রাজনীতির কালো ছোঁয়া থেকে পরিত্রাণের জন্য সন্তানদের বোঝাতে বদ্ধপরিকর। তাই ছাত্ররাজনীতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। যাদের প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্যেই রয়েছে জাতির স্বার্থ লুকায়িত. তাদের এ অবস্থা কেন?

ছাত্র সমাজের এই প্রস্ফুটিত গোলাপস্বরূপ জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী রাজনীতিক চক্র। তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ছাত্র সমাজকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। কোনো প্রতিপক্ষকে ঘায়েল বা রাজনৈতিক অঙ্গনে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্যই ছাত্রদের নষ্ট রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। কোনো রাজনীতিক বা রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ছাত্রদের ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে ছাত্র সমাজের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ও একাডেমিক ক্যারিয়ারের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়ে যাচ্ছে ছাত্ররাজনীতির ঐতিহ্য।

ছাত্র সমাজের এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে। সৎ. দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরির জন্য আমাদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ছাত্র সমাজকে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী যে নৈতিকতা. সাহসিকতা. ঐক্যবদ্ধতা ও দূরদর্শিতাকে নিজেদের সামনে নিয়ে আসতে হবে। বর্তমান সময়ে স্বাধীনতার জন্য নয়. স্বাধীনতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করতে হবে। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সরকারকে কিছু সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমত. শিক্ষাক্ষেত্রে সব ধরনের দুর্নীতির অবসান ঘটাতে হবে। দ্বিতীয়ত. তরুণ সমাজকে সব ধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্য থেকে ফেরানোর জন্য নৈতিক শিক্ষামূলক সেমিনার করতে হবে। তৃতীয়ত. রাজনীতির কালো থাবা থেকে ছাত্র সমাজকে নিরাপদ রাখতে হবে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হবে. সোনার বাংলা গড়ে উঠবে।

■ শিক্ষার্থী, সরকারি কে সি কলেজ, ঝিনাইদহ